যুগান্তর

03 OCT 2013

কালিয়াকৈরে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

আ'লীগ নেতার দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ শিক্ষক-অভিভাবকরা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্কুল পরিচালনা পর্ষদের একাধিক সদস্য, শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, সম্প্রতি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১০ জন প্রার্থী আবেদন করেন এবং নিয়োগের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ১৭ জানুয়ারি ১৩ জন প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের নির্বাচনী পরীক্ষায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের ভাওড়া এলাকার সুবাস চন্দ্র সরকার প্রথম স্থান অধিকার করলেও নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি নজরুল ইসলাম এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আতিকুর রহমান খানসহ ৫ জন সদস্যই মতপ্রকাশ করেন প্রার্থীদের কেউই প্রধান শিক্ষক পদের জন্য যোগ্য নন। তারা সর্বসম্মতভাবে একমত হয়ে নির্বাচনী পরীক্ষার স্টেটমেন্টে সার্বিক বিবেচনায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে উপযুক্ত মানসম্মত প্রার্থী পাওয়া না যাওয়ায় পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সুপারিশ করেন।

পরে নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত প্রথম স্থান অর্জনকারী সুবাস চন্দ্র সরকারের নিকট থেকে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি একক সিদ্ধান্তে নিয়োগ স্টেটমেন্ট জালিয়াতি করে তাকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং স্কুলে যোগদান করান। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আঃ হামিদ, ডা. মামুন ও মিলি বেগম জানান, আবেদন করেও কোনো প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান সভাপতির একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে দিন দিন স্কুলে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে।

বিগত ২০১২ এবং ২০১৩ সালের দুইটি পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরণে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা করে আদায় করলেও স্কুল ফান্ডে জমা দেন মাত্র ২ হাজার টাকা করে। এ সময় প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি মিলে আত্মসাৎ করেন কয়েক লাখ টাকা। এছাড়াও ঢাকা এবং গাজীপুর যাতায়াতের নামে ২শ' টাকার স্থলে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা করে ভাউচার দেখিয়ে বিপুল অংকের টাকা আত্মসাৎ করেন তারা।

এতে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মাঝে হতাশা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভের, দেখা দিয়েছে উত্তেজনা। এ ব্যাপারে সভাপতি নজরুল ইসলাম জানান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ স্টেটমেন্টে যা লিখেছেন তা সঠিক নয়। ওই নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে, নতুন করে ইন্টারভিউ নেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আতিকুর রহমান জানান, ইন্টারভিউর সময় শুধু সুভাষ চন্দ্র সরকার কোনো রকম পাস করে, দেখা যাচাই করার কোনো সুযোগ ছিল না। তাই পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভালো একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া উচিত ছিল।